Sanatan Dharma

অসৎ পথে উপার্জনের অন্ন ও কি অসৎ হয় ?

অসৎ পথে উপার্জনের অন্ন ও কি অসৎ হয় ?
উত্তর:-
প্রকৃত ভাবে ও শাস্ত্রানুসারে অসৎ পথে উপার্জনের দ্বারা অন্নকেও পূর্ণ রূপে "পাপান্ন" বলা হয়েছে ।
তপস্যা অধ্যায়ে আমরা ভালো ভাবে বলেছি যে "পাপান্ন" ভোজনে তপস্যা শক্তি সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হয়ে যায় , তাই ধর্মাচারণশীল ব্যাক্তির কদাপি কোনো অবস্থাতেই কখনোই অসৎ ব্যাক্তির - অসৎপথের উপার্জনের দ্বারা অন্ন কোনোদিন গ্রহণ বা ভক্ষণ করতে নেই ।
****
****
আমি ধর্ম আচরণ করলাম আবার অসৎব্যাক্তির সঙ্গে ও করলাম - তাতে কি প্রকৃত ধর্মাচরণ হয় ?
উত্তর:-
প্রকৃত ভাবে ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম হলো সত্যের প্রতীক - তাই আমি ধর্ম আচরণ করলাম আবার অসৎব্যাক্তির সঙ্গে ও করলাম - তাতে প্রকৃত ধর্মাচরণ হয় নষ্ট হয়ে যাই ।
তাই গীতাতে ভগবান বার বার বলছেন যে - ধর্মাচরণ ও সৎসঙ্গ করতে এবং অসৎসঙ্গ অপেক্ষা পূর্ণ রূপে নিঃসঙ্গ থাকতে হবে , তবুও কোনো কারণেই অসৎ সঙ্গে করা যাবে না - যদি আমরা ভগৎবাৎ হকটি লাভ করতে চাই । তাই সর্ব অবস্থায় অসৎব্যাক্তির সঙ্গে ত্যাগ করা উচিত ।
****
****
অসৎব্যাক্তি কি কখনো কারো পক্ষেই হিতকর হয় বা বিশ্বাস করা যায় কি? উত্তর :- "না"
অসৎব্যাক্তি কখনো কোনোভাবেই কারো পক্ষেই হিতকর হয় না , আর যদি চর্মচোখে কখনো হিতকরী মনেও হয় , কিন্তু দিব্য চক্ষুতে দেখলে দেখা যাবে যে -ওই অসৎব্যাক্তির দ্বারা সাময়িক হিতকর হয়তো হয়েছে কিন্তু তার পরিবর্তে বহুগুন ক্ষতি বা অধোগতি হয়েছে - তাই সর্বসাকুল্যে বলা যাই যে -"অসৎব্যাক্তি কখনো কোনোভাবেই কারো পক্ষেই হিতকর হয় না" । অসৎব্যাক্তিকে কখনো কোনোভাবেই কারো পক্ষেই বিশ্বাস করা উচিত নয়, -ওই অসৎব্যাক্তিকে বিশ্বাস করার জন্যে হয়তো সাময়িক হিতকর হয়তো হয়েছে কিন্তু তার পরিবর্তে বহুগুন ক্ষতি বা অধোগতি হয়েছে - - তাই সর্বসাকুল্যে বলা যাই যে - "অসৎব্যাক্তি কখনো কোনোভাবেই কারো বিশ্বাস করা উচিত নয়" ।

****
****